হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

Vol. No. 1, Issue No. 4, D.L. No. 140 dt 25/08/2010, Rs. 1.00, December 2010

একটি হিন্দু লাঞ্ছিত হলে সারা ভারতে তার তীব্র প্রতিক্রিয়া হবে এই ধারণা যেদিন আমরা পৃথিবীতে দিতে পারবো, সেদিন সারা পৃথিবীর সর্বত্রই হিন্দুরা নিরাপদ বোধ করবে। তার জন্য প্রতিটি হিন্দুর দৈনন্দিন জীবনে সমাজচেতনা, রাষ্ট্রচেতনা যুক্ত করতে হবে।

—শিবপ্রসাদ রায়

দেগঙ্গায় হিন্দু সুরক্ষা শান্তি সংকল্প যজ্ঞ

হিন্দু সংহতি দেগঙ্গা ব্লক কমিটি ও পূজা সমন্বয় কমিটির পক্ষ থেকে আয়োজিত ''হিন্দু সুরক্ষা শান্তি সংকল্প যজ্ঞ'' অনুষ্ঠানে ভয়ভীতি জড়তা কাটিয়ে কয়েক হাজার হিন্দু জনতা মা বোন ও হিন্দু যুবক গত ২৭শে নভেম্বর দেগঙ্গা বাজার রাধাগোবিন্দ মন্দির প্রাঙ্গনে সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একসঙ্গে সমবেত নাম সংকীর্তন ও যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়ে, হিন্দু মা-বোন, মঠমন্দির ও হিন্দু রক্ষায় সংকল্প গ্রহণ করেন। হিন্দু সংহতির সংকল্প বাক্য পাঠ করান এবং বক্তব্য রাখেন হিন্দু সংহতির রাজ্য কমিটি সদস্য সুষেন বিশ্বাস। এছাড়া বক্তব্য রাখেন জয়ন্ত সাধুখাঁ, প্রশান্ত পাল, প্রদীপ ব্যানার্জী, তরুণ ঘোষ ও অজিত অধিকারী।

অনুষ্ঠানে শেষে দেগঙ্গা বাজারে কালী ও রাধাগোবিন্দ মন্দিরের পার্শ্বের মসজিদে বেআইনি ভাবে মাইক বাজানো বন্ধ করার দাবীতে দেগঙ্গা থানায় প্রায় ১০ টির ও অধিক গ্রামের ৪ হাজার মানুষের গণস্বাক্ষরিত দাবী পত্র মিছিল করে থানায় গিয়ে গণডেপুটেশন আকারে জমা দেওয়া হয়।

জয়নগরে সংঘর্ষ চলছেই

দঃ ২৪ পরগণা জেলার জয়নগর থানার জাঙ্গালিয়া গ্রাম। হিন্দু মুসলমানের বাস। দুই পাড়ার মাঝে রাস্তা। সেখানে অটো-ট্রেকার স্ট্যান্ড। আর আছে একটা প্রাচীন বটগাছ, যে গাছটাকে হিন্দুরা পূজো করে। এ বছর অটো ও ভ্যানচালকরা ঠিক করে যে এবছর তারা স্ট্যান্ডে বটগাছের নীচে বিশ্বকর্মা পূজা করবে। মুসলিমরা বাধা দেয়। বলে ওটা তাদের জায়গা। তারা কবরস্থান করবে। অথচ জায়গাটা ছিল সাহাদের। এখনও বিপিন সাহার মোড় নামেই পরিচিত। সরকারী জমি সিলিং আইনে খাসজমি হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ সরকারী জায়গা। এদেশে তো মুসলমানরা সমস্ত সরকারী সম্পত্তিরই মালিক নিজেদেরকে মনে করে। তাই অটো স্ট্যান্ডের পাশের এই ভেস্ট জায়গাটাকে তারা কবরস্থান ঘোষণা করে এবং পাঁচিল দেবে বলে ঠিক করে। অথচ ওখানে আগে কোনদিন কবর দেওয়া হয়নি।

তাদের কাছে বাধা পেয়ে হিন্দু ভ্যান ও অটোচালকরা হিন্দু সংহতির সঙ্গে যোগাযোগ করে। সংহতি পুলিশকে চাপ দেয় এবং বিশ্বকর্মা পূজা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু পূজার রাত্রেই যখন আয়োজকরা ঘুমিয়ে পড়েছিল, তখন কিছু দুষ্কৃতি এসে বিশ্বকর্মা ঠাকুর ভেঙে দিয়ে যায়। সেই ভাঙা প্রতিমাই বিসর্জন করতে হয়।

তারপর এল দুর্গাপূজা। ওই গ্রামের হিন্দুরা প্রতি বছরই গ্রামের ভিতর ঘটা করে দুর্গাপূজা করে। গ্রামের হিন্দু মেয়েদের দীর্ঘদিনের পরম্পরা—ষষ্ঠীর দিনে তারা ওই বটগাছে এসে ফোঁটা দিয়ে যায়। এবছর মুসলিমরা বাধা দেয়। আবার পুলিশ আসে। মুসলিমদের বাধার মধ্যেই মেয়েরা বটগাছে ফোঁটা দেয়। গ্রামের ভিতর দুর্গাপূজা। দিনে পাঁচবার অবৈধভাবে মাইক বাজানো মুসলমানরা হিন্দুর মাইকের আওয়াজ সহ্য করতে পারেনা। তাই তারা নালিশ করল পুলিশের কাছে। হিন্দু সংহতির হস্তক্ষেপে কোনরকমে বক্স মাইক বাজিয়ে দুর্গাপূজা হল। জায়গা নিয়ে বিবাদের নিষ্পত্তি হচ্ছে না। তাই জয়নগর ১-এর বিডিও শ্রী সুব্রত সরকার হিন্দু মুসলিম দুই পক্ষকেই মীমাংসার জন্য ডাকলেন ৩০ অক্টোবর। সামনেই কালীপূজা। তাই, হিন্দুরা ২৮ তারিখে বিডিও-র কাছে লিখিত দরখাস্ত জমা দিল যে ওইদিন না ডেকে কালীপূজার পরে দিন করতে। বিডিও সই করে সে দরখাস্ত জমাও নিলেন। কিন্তু তাঁর মনে ছিল অন্য প্যাঁচ। ৩০ তারিখ অনেক হিন্দুই বাড়ীতে নেই। সেদিনই সকালেই হিন্দুদেরকে কিছু না জানিয়ে বিডিও পুলিশ নিয়ে পৌঁছে গেলেন জাঙ্গালিয়া অটো স্ট্যান্ডে। মুসলমানরা আগে থেকেই তৈরী ছিল। পুলিশের পাহারায় তারা বটগাছের ডালপালা কেটে তার চারদিকে ইঁট সিমেন্ট দিয়ে পাঁচিল দেওয়া শুরু করে দিল। গ্রামের হিন্দুরা বাধা দিল। তারা বিডিও কে বলল যে, 'আপনি আমাদের দরখাস্ত জমা নিয়েও আমাদেরকে না জানিয়ে চলে এলেন কেন?' বিডিও হিন্দুদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলেন। তখন হিন্দুরা এগিয়ে গিয়ে মুসলমানদের পাঁচিল গাঁথায় বাধা দেয়। মহিলারাও এগিয়ে যায়। তখন পুলিশ ও মুসলমান মিলে হিন্দুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ও হিন্দুদেরকে পেটানো শুরু করে। তখন হিন্দুরাও আর থেমে থাকে না। উভয় তরফ থেকেই যথেচ্ছভাবে বোমা ও গুলি চলতে থাকে। সংঘর্ষ বড় আকার ধারণ করে। ওসি রামকুমার মন্ডল সহ ৪ জন পুলিশ ও ৮ জন মুসলিম আহত হয়। এদের সবাইকেই বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তারপর পুলিশ হিন্দু গ্রাম রেড করে ৪ জন মহিলা ও ৪ জন পুরুষ হিন্দুকে গ্রেপ্তার করে। তাদের নাম ঃ সুপ্রিয়া মন্ডল (৭মাসের অন্তঃসত্ত্বা), নয়নতারা মন্ডল, বিশাখা মন্ডল, বাসন্তী হালদার, সুকুমার মন্ডল, গোপাল হালদার, মহাদেব মন্ডল ও অলক মন্ডল। আহতদের মধ্যে একজন মুসলিম কয়েকদিন পর হাসপাতালে মারা যায়। ধৃত হিন্দু মহিলারা ২৫ দিন পর আলিপুর জজকোর্ট থেকে জামিন পায়। পুরুষরা এখনও ছাড়া পায়নি।

সাঁকরাইল বিডিও কে ডেপুটেশন

হাওড়া জেলার সাঁকরাইল ব্লকে হিন্দুদের ভাগ্যে শান্তি নেই। দক্ষিণ সাঁকরাইল পালপাড়ায় বকরিদের দিন অবৈধ গোহত্যা রুখতে গিয়ে মুসলিম দুষ্কৃতির তরবারির আঘাতে আহত হল বিট্টু পাল। হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে তাকে সাতদিন থাকতে হল। পুলিশের সামনেই এই হামলা হয়েছিল, তাও পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করল না। তারপর পূর্ব পাড়ায় গত ৯ই নভেম্বর একটি মুসলিম ছিনতাইবাজ হিন্দু মহিলার গলা থেকে হার ছিনিয়ে নিয়েছিল। জনতা তাকে ধরে পেটায়। পুলিশ ১৪ জন হিন্দুর নামে কেস দেয়। এখন পুলিশ হিন্দুদের বাড়ি বাড়ি রেড করছে। তারা বাড়ী ছাড়া। ওখানেই টাইগার ক্লাবের মুসলিম ছেলেদের অত্যাচারে হিন্দু নারীর সম্মান বিপন্ন। অথচ পুলিশ হিন্দুদের বাড়ীতে গিয়েই অত্যাচার করছে।

এসব ঘটনার প্রতিবাদে গত ২৩ নভে. সাঁকরাইল বিডিও অফিসে হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে গণ ডেপুটেশন দেওয়া হয়। প্রায় ৫০০ সাঁকরাইলবাসী হিন্দু এতে যোগ দেয়। মাণিকপুর থেকে বিশাল মিছিল সহকারে আন্দুলে অবস্থিত সাঁকরাইল বিডিও অফিসে যাওয়া হয়। নেতৃত্ব দেন হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন কুমার ঘোষ। বিডিও অফিসের সামনে বক্তব্য রাখার পর স্মারকলিপি প্রদান করা হয় ও বিডিওকে হিন্দুদের ক্ষোভের কথা জানানো হয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন নরেন্দ্র মাঝি, সহদেব থান্ডার, সুখেন চ্যাটার্জি, অরূপ রায়, শ্রীমতী নীলিমা রায়, শ্রীমতী শুক্লা পাল।

হিন্দু প্রতিরোধে আমতার ছোটো মহরা গ্রামে গোহত্যা বন্ধ হল

হাওড়া জেলার আমতা থানার ছোটো মহরা গ্রামটি সম্পূর্ণ হিন্দু প্রধান। মাঝে-১২—১৫টি মুসলমান ঘর আছে। পাশাপাশি গ্রাম গুলিও হিন্দুপ্রধান, কোন মুসলমানের বাড়ী নেই। এই গ্রামে আগে কোনদিন বকরিদে গরু কাটা হত না। গত বছর বকরিদের হিন্দুদের অজান্তে মুসলিমরা ৫-৬টি গরু কেটে ফেলে। হিন্দুরা যখন জানতে পারে তখন প্রতিবাদ করলে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। পুলিশ গিয়ে মুসলমানদের নিরাপত্তা দেয়। এবং দুই পক্ষকে ডেকে ঠিক হয় যে আর কোন দিন গরু কাটবে না। এই আশ্বাসে হিন্দুরা চুপচাপ থেকে যায়। এই বছর বকরিদের ঠিক পাঁচ ছয়দিন আগে হিন্দুরা দেখে প্রায় ২০—২৫ টি গরু নিয়ে এসেছে কাটার জন্য। এমতঅবস্থায় সমীর মন্ডল, নিরঞ্জন মন্ডল এবং রবীন কাড়ার হিন্দু সংহতির কার্যকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তাদের সহযোগিতায় আমতা থানার ও.সি, বি.ডি.ও এবং হাওড়া ডি. এম.কে গ্রামবাসীরা দলমত নির্বিশেষে প্রায় ৫৫০ জন লোকের সই সংগ্রহ করে মাস পিটিশন জমা দেয়। তার সঙ্গে সদ্য হাইকোর্টে গোহত্যা বন্ধে রায়টির প্রতিলিপি দেওয়া হয়। অপরদিকে মুসলমানরা দূরবর্তী তিনটি গ্রাম, (দেউড়, চন্দরপুর, কাঁসড়া) এবং এম, পি, সুলতান আহমেদ, টিপু সুলতান মসজিদের ইমামের সাহায্যে আমতা থানার ও.সি. ও বি.ডি.ও. কে চাপ দিতে থাকে যাতে গরু কাটার অনুমতি দেয়। আমতা থানার ও.সি এবং বি.ডি.ও হিন্দুদের বুঝাতে থাকে তারা যেন মুসলমানদের এই দাবী মেনে নেয়। হিন্দুরা কিন্তু ছাড়ার পাত্র নয়। তারা পাশাপাশি ৫-৬টি গ্রামকে সংগঠিত করে ফেলে। ফলে পরিস্থিতি চরমে উঠে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে প্রশাসন হিন্দুদের চাপের কাছে নত হয়ে গরু কাটা বন্ধ করতে বাধ্য হন। ঐদিন ব্যাপক পুলিশ বাহিনী দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন। ঐ স্থানে ডি.এম., এস.ডি.ও. উপস্থিত ছিলেন। পুরো বিষয়টির নেতৃত্ব দেন ছোটো মহরা গ্রামের হিন্দু প্রেমিক নিরঞ্জন বাবু, তাই হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে নিরঞ্জন বাবুকে ধন্যবাদ জানাই।

আমাদের কথা

আইনের শাসন ও বক্‌রিদ

আবার প্রমাণিত হল যে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সমাজ দেশের আইনকে কতটা মানে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার হাইকোর্টের রায় মুসলিম সমাজের উপর লাগু করতে পারে কিনা। আমাদের কাছে প্রমাণের দরকার নেই। মুসলমানরা কতটা আইন মানে, হিন্দুদের ধর্মীয় রীতি ও পরম্পরার মূল্য তারা কতটা দেয়, মুসলমানদের চরমতম অন্যায় দাবীর সামনে পড়লে সরকার ও প্রশাসন কী করে, রাজনৈতিক দলগুলি মুসলিম পদলেহনকারী ভূমিকা কী – এগুলো আমরা খুব ভালভাবে জেনেছি বলেই এই হিন্দু সংহতির কাজে নেমেছি।

এবার বকরিদের আগে কলকাতা হাইকোর্ট বকরিদ উপলক্ষে গরু কাটা নিষিদ্ধ করে জোরালো রায় দিয়েছে। আমতলা নাগরিক অধিকার রক্ষা সমিতির সম্পাদক অভিজিৎ দাসের দায়ের করা রিট পিটিশনের (W.P. No. 1378 of 2010) মামলাটির শুনানি হয়েছিল স্বয়ং প্রধান বিচারপতি জাস্টিস জে.এন.প্যাটেল এবং জাস্টিস অসীম কুমার রায়ের ডিভিশন বেঞ্চে। তাঁরা ১২ নভেম্বর প্রদত্ত রায়ে স্পষ্ট করে আদেশ দিয়েছেন যে, বকরিদের দিনে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে গো-হত্যা করা যাবে না। তাঁরা একথাও ঐ রায়ে বলেছেন যে, সুপ্রীম কোর্টও এই আদেশ দিয়েছে।

১২ নভেম্বর সন্ধ্যাতেই এই রায়ের কপি হাতে পেয়ে আমরা সঙ্গে সঙ্গে জেরক্স করে আমাদের কর্মীদের হাতে তুলে দিলাম সমস্ত থানায় জমা দেওয়ার জন্য। সংহতি কর্মীরা মাঝের চারদিন (১৭ নভেম্বর ছিল ইদ) যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সমস্ত থানায় এবং ঊর্ধতন অফিসারদেরকে ওই রায়ের কপি জমা দেয় এবং প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টি করে অবৈধ গরু কাটা বন্ধ করতে। অল্প কয়েকটি স্থানে চাপের ফলে গরু কাটা বন্ধ করা যায়। কিন্তু বাকী সব জায়গাতেই ওদের পবিত্র ইদ পালন করতে জবাই করে হালাল তরীকায় গরু কাটা হয়। পুলিশ প্রশাসন ছিল তাদের সহযোগীর ভূমিকায়। কারণ, পুলিশের কাছে হাইকোর্টের রায়ের থেকেও মুসলমানের হাতে মার খাওয়ার ভয় বেশী। সারা পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ মুসলিমদের হাতে মার খাচ্ছে। পাল্টা মার দেওয়া নিষেধ। কারণ, সিপিএম ও তৃণমূল দুই পার্টিই বলে দিয়েছে যে মুসলমানরা আগে আমাদের ভাই ছিল, এখন ওরা ঘরজামাই। তাই ওদের কোন অন্যায় অবৈধ বেআইনী কাজের বিরুদ্ধে যেন পুলিশের লাঠি না ওঠে। আর বন্দুক! আরে তোবা তোবা। দেগঙ্গায় মিলিটারিই বন্দুক তুলতে পারল না। পুলিশ কি করবে!

বর্ধমান জেলার কাটোয়াতে তো অদ্ভূত ঘটনা ঘটেছে। কাটোয়ার পাশে শ্রীসুরুড়া (সুড্ডো) গ্রামে ৯০ শতাংশ হিন্দু, ১০ শতাংশ মুসলিমের বাস। পূর্বে কোনদিন ইদে গরু কাটা হয়নি। এবার ওই ৮০-৯০ জন মুসলমান জেদ ধরল, তারা ইদে গরু জবাই করবে। একটা গরু কিনে কুরবানি করা হবে বলে ঘোষণা করে গ্রামে বেঁধে রেখেছিল। হিন্দুদের এতে কোনভাবেই মত ছিল না। তাই তারা ১০১৪ জন হিন্দুর গণ স্বাক্ষর করে ৪ নভেম্বর এস.ডি.ও এবং ও.সি. কে জমা দিল যেন তাদের গ্রামে গরু কাটা না হয়। কাটোয়া থানার ও.সি. সাহেব যেন বড়লাট। তিনি প্রতিবাদী হিন্দুদেরকে বললেন, গরু কাটলে আপনাদের কি অসুবিধা? ওদের খাবার জিনিস ওরা খাবে আপনারা আপত্তি করছেন কেন? এস.ডি.ও. সাহেব আরও উঁচু দরের খিলাড়ী। তিনি হিন্দুদেরকে প্রতিশ্রুতি দিলেন না যে ওখানে গরু কাটা হবে না। ধোঁয়াশা রেখে তিনি শুধু বললেন যে, পরম্পরাকে পালন করা হবে। তার ব্যাঘাত ঘটানো হবে না। সরল হিন্দুরা নিশ্চিন্ত হল। কারণ, তাদের সুড্ডো গ্রামে কোন দিন গরু কাটা হয়নি। সুতরাং পরম্পরা মেনে এবারও নিশ্চয় প্রশাসন গরু কাটতে দেবে না। কিন্তু অবাক কান্ড! বকরিদের দিন সকালে কাটোয়া থানা থেকে পুলিশ একটি ম্যাটাডোর নিয়ে এল। পুলিশ ওই গরুটাকে তাদের গাড়ীতে তুলল। হিন্দুরা ভাবছে, যাক সমস্যা মিটল। পুলিশ গরুটাকে নিয়ে পাশের মুসলিম প্রধান গ্রাম আখের হাটে গেল। সেখানে পবিত্র ইসলামের রীতিনীতি অনুসারে হালাল প্রক্রিয়ায় আড়াই প্যাঁচ দিয়ে গরুটিকে জবাই করা হল। তারপর সেই গোমাংস পুলিশ গাড়ীতে করেই আবার সুড্ডো গ্রামে পৌঁছে দিয়ে গেল পুলিশ। কি সুন্দর পরম্পরা রক্ষা করা হল। শুধু হিন্দুদের মনে প্রশ্ন জাগল–এই কি হাইকোর্টের রায়ের মর্যাদা রক্ষা? এই কি হাইকোর্টের আদেশ পালন?

সুতরাং এবারের বকরিদ আর একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল আদালতের রায়, আইন, প্রশাসন ও মুসলমান কার অবস্থান কোথায়। এটা দেখে হিন্দুদেরকে নিজের অবস্থান স্থির ঠিক করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদেরকে নিজেদের অবস্থান সচেতন করানোই হিন্দু সংহতির প্রধান কাজ।

তৃণমূল ও সি.পি.এম.-এর মুসলিম তোষণ

সংবাদদাতা ঃ উস্থি থানার অন্তর্গত শেরপুর বাজারে গত ৮-১০-১০ বেলা ১০টার সময় শেরপুর চারমাথার মোড়ে একটি কেজি স্কুলের বাচ্চা স্কুলে আসার সময় একটি অটো অ্যাক্সিডেন্ট হয় এবং ঐ বাচ্চাটি অটোর তলায় চাপা থাকে। ঐখানকার স্থানীয় হিন্দুরা বাচ্চাটাকে গাড়ির তলা থেকে উদ্ধার করে। তারপর তাকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করে। বর্তমানে ঐ বাচ্চাটি কস্তুরী নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন রয়েছে। তারপর ঐ অ্যাক্সিডেন্ট স্থলে ক্ষুব্ধ হিন্দু জনতা সেই অটোটিকে পুড়িয়ে দেয়। তারপর স্থানীয় উত্তেজিত মুসলমানরা দলে দলে আসতে থাকে ও দেখে গাড়িটি তাদের। তারপর ওরা গ্রামে ফিরে গিয়ে নিজেরা সংগঠিতভাবে প্রায় শ'চারেক মুসলমান অস্ত্র সমেত শেরপুর বাজারে চড়াও হয়ে এক হিন্দু দোকানদারকে দোকান থেকে জোর করে বের করে নিয়ে এসে তাকে প্রচণ্ড মারধোর করতে থাকে এবং গালিগালাজ করতে থাকে আর বিভিন্ন জিনিসপত্র ভাঙতে থাকে। এই বিড়ি-সিগারেটের দোকানদারের নাম বিশ্বনাম মণ্ডল এ ব্যাপারে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূল প্রধান মানবেন্দ্র মণ্ডল ঘটনাস্থলে আসেন। অভিযোগ, তিনি এসে উত্তেজিত মুসলমানদের সামাল না দিয়ে ওদেরকে আরও উৎসাহ দেন। প্রশাসন এই ব্যাপারে নির্বিকারচিত্তে দাঁড়িয়ে মজা দেখে। সি.পি.এম. ও তৃণমূল নেতারাও এ ঘটনায় হিন্দুদের পাশে এসে দাঁড়ায়নি। পরে আবার মুসলমান যুবকরা দলে দলে আসতে থাকে আর বলতে থাকে যে থানায় গেলে ঘর পুড়িয়ে দেব, কেটে কুচিয়ে দেব। এখানে থাকতে দেব না তাড়িয়ে দেব।

এইভাবে ঐদিন হিন্দুরা আতঙ্কের সঙ্গে দিন কাটায়। পরেরদিন ঐ দোকানদার দোকান খুলতে গেলে তাকে দোকান খুলতে দেওয়া হয়নি আর বলতে থাকে নতুন অটোর টাকা দিতে হবে নইলে দোকান খুলতে দেব না। এই কথা শুনে দোকানদার ভয়ে দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে আসে। ঐদিনেও সি.পি.এম. এবং তৃণমূলের নেতারা সেই হিন্দুর দোকানটি খুলে দিতে পারল না। সং বাদে প্রকাশ, ৪০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে পরবর্তী সময়ে দোকানদার দোকান খুলতে পারেন। অথচ অত্যচারী মুসলিম দুষ্কৃতকারীদের কোন শাস্তি হয় নি। এটাই কি গণতন্ত্র? যার নিয়ম শুধু হিন্দুরা মার খাবে আর মুসলমানদের 'দাদা-দিদি'রা তেলিয়ে চলবে আর কতদিন?

ইদের আগে প্রশাসনের কাছে কাটোয়ার হিন্দুদের একটি গণ দরখাস্ত

মাননীয়–
কাটোয়া মহাকুমা শাসকের করণ
কাটোয়া, বর্ধমান

বিষয় ঃ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার অপচেষ্টায় বিরুদ্ধে গণসাক্ষর

মহাশয়,

আমরা কাটোয়া থানার অন্তর্গত গোয়াই গ্রাম পঞ্চায়েতাধীন শ্রীসুরুড়া গ্রামের অধিবাসী। আমাদের সম্মিলিত নিবেদন এই যে, গ্রামের মুসলিম সম্প্রদায় বিগত দুই বৎসর হইতে গ্রামের অভ্যন্তরে গো-হত্যার অপচেষ্টা করিতেছে। যেটা আমাদের হিন্দু ধর্মের মত ও আদর্শের বিরোধী। গত ইং-২৯/১১/২০০৯ (বাংলা ১৩ই অগ্রহায়ণ ১৪১৬) তারিখে কিছু সংখ্যক উত্তেজিত মুসলিম লোক গ্রামের মধ্যে রাস্তা দিয়ে (পবিত্র হিন্দু মন্দিরের সামনে দিয়ে) রিক্সা ভ্যানে করে গলা- কাটা গরু উন্মুক্ত অবস্থায় প্রদর্শনীর মতো করে বয়ে নিয়ে যায়। এই দৃশ্য আমাদের সকল গ্রামবাসীর কাছে আতঙ্কের কারণ; আমরা কেউই এই দৃশ্য দেখিতে পারি নাই। অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল।

মহাশয়, এইভাবে হিন্দু সম্প্রদায়কে অপমান করিয়া মুসলিম সম্প্রদায় সম্প্রীতি নষ্ট করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়াছে। মুসলিম সম্প্রদায় সর্বদা এই বলে প্রচার করিতেছে যে, প্রশাসনে তরফে অনুমতি লইয়া উক্ত কাজ করিতেছে। তার বড়সড় প্রমাণ হইতেছে, গত ২৯/১১/২০০৯ তারিখে বেলা ১১.৩০ – ১২.০০ টার মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক মুসলিম লোক এবং আরো অন্য কিছু ব্যক্তি জোটবদ্ধভাবে উল্লসিত হয়ে গ্রামের মধ্য দিয়ে গলা–কাটা গরু বয়ে নিয়ে যায়।

অতএব মহাশয়, গ্রামের মধ্যে গো-হত্যা এবং গো-মাংস বহন করিয়া লইয়া যাওয়ায় আমরা (হিন্দুরা) প্রচণ্ড বিরোধিতা করিতেছি। যে ঘটনা আমাদের গ্রামের কোনদিন ঘটে নাই সেই ঘটনা যেন ভবিষ্যতে না ঘটে তার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

মহাশয়, আপনার জ্ঞাতার্থে এই স্মারকলিপি। উক্ত কার্যদ্বয় গ্রামের অভ্যন্তরে হইবে না এই দায়িত্ব লইবার ভার আপনার উপর অর্পণ করিলাম। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যাহাতে নষ্ট না হয় সেই অনুরোধ বারবার আপনাকে করিতেছি।

সানুনয় অনুরোধ, প্রতিশ্রুতি দিবেন আশা রাখিতেছি।

তাং– ৪/১১/১০

ইতি – নমস্কারান্তে
শ্রী সুরুড়া গ্রামবাসীর পক্ষে
গ্রামবাসীবৃন্দ।
(১০১৪ জন গ্রামবাসীর সাক্ষরসহ)

মিনাখা থানায় দায়ের করা একটি অভিযোগপত্র

To
The Officer in Charge.
Minakhan Police Station
North 24 Parganas.

মহাশয়,

আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে গত ১৪/১১/২০১০ রবিবার রাত্রি ১১ টা নাগাদ আমাদের জগদ্ধাত্রী পূজা মন্ডপে অনুষ্ঠান চলা কালীন মিনাখাঁ পঞ্চয়েত প্রধান মাজেদ গাইনের পুত্র রাকিবুল গাইন, সাং - মঠবাড়ী নিবাসী জয়নাল মোল্ল্যার পুত্র আমাদের অনুষ্ঠানে বিঘ্ন ঘটানোর জন্য প্রথমতঃ মেয়েদের শ্লীলতাহানি করে ও পরে মূল মঞ্চে ঢিল মারে। ক্লাব সদস্যরা প্রতিবাদ করায় তারা বলে– ''প্যান্ডেল জ্বালিয়ে দেব তোদের মাটির জগদ্ধাত্রী কিভাবে বাঁচায় দেখবো'' এই বলে দলবল নিয়ে পালিয়ে যায়। তার আধঘন্টা পরে মিনাখাঁ পঞ্চায়েত প্রধান তার পুত্র ও অন্যান্য দলবল নিয়ে পূজা কমিটির সঙ্গে আলোচনায় বসে, বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গের উপস্থিতিতে ও তত্ত্বাবধানে সুষ্ঠ মীমাংসা হয়। তার দুই দিন পর ১৬/১১/২০১০ মঙ্গলবার সকাল ১০টা নাগাদ মঠবাড়ী নিবাসী জয়নাল মোল্ল্যা, পিতা- হামিদ মোল্ল্যার নেতৃত্বে মস্ত মোল্ল্যা, পিতা-মৃত শওকত, জামানুল্লা তবফদার, পিতা - অজানা, হাকিম মোল্ল্যা, পিতা - অজানা, আইজুল পিতা- মামুদ আলি, দিলাবর, পিতা– হামিদ। সিদ্দিক পিতা- বাবুরালি, জাহাঙ্গীর, পিতা- জামার, আলাউদ্দিন, পিতা- অজানা, নেতৃত্বে মালঞ্চ বাজার থেকে সব্জি ব্যবসায়ী ভোলা বিশ্বাসকে তার দোকান থেকে তুলে এনে মালঞ্চ মৎস্য বাজারে জয়নাল মোল্ল্যার হেডলেস (বাগদা চিংড়ি) ঘরে এনে তার কাছ থেকে আনুমানিক দশ হাজার টাকা কেড়ে নেয় এবং বেধড়ক মারধর করতে থাকে লোহার রড দিয়ে। তার ১৫ মিনিটের মধ্যে মঠবাড়ী থেকে বিশাল দুষ্কৃতি বাহিনী এসে বেআইনী আগ্নেয়াস্ত্র, দা, টাঙ্গী নিয়ে আমাদের পূজা মন্ডপে আক্রমণ করতে এগিয়ে আসে, ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছান মিনাখাঁ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক মাননীয় অরিন্দম মুখোপাধ্যায় (ও.সি.)। দুষ্কৃতকারীরা উক্ত ও.সি মহাশয়কে ইঁট মেরে ডান হাত ফাটিয়ে দেয়। অরিন্দম বাবুকে বাঁচাতে গিয়ে আমাদের ক্লাব সদস্য ভোলানাথ বিশ্বাস পিতা- মৃত রবীন্দ্র বিশ্বাস, নিমাই মন্ডল পিতা- নিত্যচন্দ্র মন্ডল, দীপঙ্কর দাস পিতা - মৃত অশোক কুমার দাস, বিশ্বজিৎ সানা পিতা- মৃত প্রফুল্ল সানা, সুজিত বিশ্বাস পিতা – মৃত রবীন্দ্র বিশ্বাস, কংস সরদার পিতা- ভোলানাথ সরদার, স্বপন পাহাড় পিতা – মৃত ভদ্রেশ্বর পাহাড়, গুরুতর ভাবে জখম হয়।

অতএব মহাশয়ের নিকট আমাদের কাতর প্রার্থনা উক্ত ঘটনার সরজমিনে তদন্ত করিয়া অপরাধীদের দন্ডনীয় বিচার করিলে বাধিত হইব।

ইতি বিনীত-
মালঞ্চ কালীতলা মিলন সংঘের সম্পাদক
রবীন দাস

তাং ঃ– ১৭/১১/২০১০

কারা করবে ধর্মের সংস্কার? (২)

তপন কুমার ঘোষ

আমাদের দেশের বর্তমানের এই গুরুবাহিনীর কথা আরও আলোচনা করতেই হবে। কারণ, এঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি এখন যথেষ্ট। এবং এঁদের চলা, বলা, উপদেশ ও আচরণগুলোই হিন্দুধর্মের পরিচায়করূপে সমাজে খ্যাতি পাচ্ছে। তাই এগুলোর স্ক্যান করা দরকার যে এগুলো আমাদের হিন্দু ধর্মের সঠিক পরিচায়ক কিনা।

আগেই বলেছি, এই গুরুরা শুধু সত্ত্ব গুণের গুণগান গেয়ে সবাইকে সাত্ত্বিক হওয়ার উপদেশ দিয়ে অশাস্ত্রীয়, অবৈজ্ঞানিক ও অন্যায় কাজ করছেন। রজোগুণের মহত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করছেন। রজোগুণ না থাকলে রাজ্য কী করে চালাবে? সত্ত্বগুণ দিয়েই যদি সব হত, তাহলে দশরথ, রামকে রাজা হতে হত না, বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্ররাই রাজ্য হতেন। আর উপযুক্ত রাজা (শাসক) না থাকলে প্রজা নষ্ট, রাজ্য ছারখার। সুতরাং, রজোগুণ একান্ত প্রয়োজনীয়। তাছাড়া, এটা তো প্রকৃতিরই সৃষ্টি, অথাৎ স্বাভাবিক। এটাকে অস্বীকার করা অবৈজ্ঞানিক। আমাদের মূল শাস্ত্রে রজোগুণকে কোনভাবে তাচ্ছিল্য করা হয়নি। আজকের গুরুরা করছেন। কোন্ শাস্ত্রের শিক্ষায় কে জানে।

এরপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলা দরকার। আমাদের ওইসব গুরু, প্রবচনকার, কথাকাররা শিষ্য ভক্তদের শুধু ভক্তির কথা শেখান। কার প্রতি ভক্তি? ভগবানে ভক্তি ও গুরুভক্তি। শুধু ভক্তি দিয়েই ভগবানকে পাওয়া যায়, আর ভবসাগর পার হওয়া যায়- কত ইনিয়ে বিনিয়ে শুধু এই কথাই বলেন। এটা কি আমাদের ধর্মের কথা বা শাস্ত্রের কথা? না, আমাদের শাস্ত্রে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম– তিনরকম মার্গ বা পথের কথা বলা আছে। যার যার প্রকৃতি, প্রবণতা ও রুচি অনুসারে এক একটা পথ গ্রহণ করবে এবং সেই পথে চলবে। খুব স্পষ্টভাবেই নচিকেতা ছিল জ্ঞানমার্গী, প্রহ্লাদ ও ধ্রুব ছিল ভক্তিমার্গী, অর্জুন, ভীম ও হনুমান ছিলেন কর্মমার্গী। বর্তমানে গুরুরা আর ব্যবসায়ীরা হনুমানজীর হাতেও জপের মালা ধরিয়ে বীর হনুমানকে কর্মহীন ভক্তে পরিণত করে ফেলেছেন। রামের পায়ের কাছে হনুমানজী হাত জোড় করে হাঁটু মুড়ে বসে আছেন–শুধু এই ছবি ক্যালেন্ডারে দেখা যায়। কিন্তু তিনি লঙ্কা পোড়াচ্ছেন, লাফিয়ে সাগর পার হচ্ছেন, গন্ধমাদন পর্বত নিয়ে আসছেন আর গদাঘাতে ও আছাড় মেরে রাক্ষসদের মারছেন– এ ছবিগুলো দেখা যায় না। কর্মমার্গী হনুমানকে বানিয়ে দিলেন ভক্তিমার্গী। আর একই সঙ্গে ভুলিয়ে দিলেন তাঁর শক্তির কথা। আমাদের এই গুরুদের শক্তি, সাহস ও কর্মোদ্যমে বড় অনীহা। শুধু ভক্তি আর অহিংসা এঁদের বড় প্রিয়। কারণ, ভক্তিতে ফায়দা বেশী, আর অহিংসায় ঝামেলা কম।

অহিংসার কথায় পরে আসছি। মুসলিম শাসনের মধ্যকাল থেকে গোটা ভারতেই এই ভক্তির বাড়াবাড়ি শুরু হয়েছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে ভক্তি আন্দোলন। এ সম্বন্ধে অনেক প্রশংসা ও গবেষণা হয়েছে ও হচ্ছে। কিন্তু একথা কেউ স্বীকার করছেন না যে বিধর্মী মুসলিম শাসনে সেই ভয়ংকর যবন অত্যাচারের মধ্যে আমাদের ধর্মকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই এই ভক্তি পথ নেওয়া শুরু হয়েছিল। কিন্তু এই ভক্তি লতায় পাতায় সমাজের বহু স্তরে এমনভাবে ঢুকে গিয়েছে যে জ্ঞান ও কর্মের পথকে রুদ্ধ করে দিয়েছে। ফলে ভক্তি দিয়ে ধর্মটিকে ধরে রাখলেও সমাজ হয়ে গিয়েছে শক্তিহীন। ধর্মটাকেও বা ধরে রাখতে পেরেছে কই? শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণবপন্থা বা নামধর্মের প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের থেকে পূর্ববঙ্গে বেশী ছিল। তাহলে সেখানে এত মুসলমান হল কেন? এত মুসলমান হল বলেই তো দেশটা ভাগ হল।

শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধেও অনেক প্রশ্ন উঠছে। ক্ষমা, দীনতা ও অহিংসার পূজারী চৈতন্য ভক্তরা এইসব প্রশ্ন শুনে রে রে করে না উঠে প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করলে ভাল হয়। যবন শাসনের অত্যাচার ও নিষ্পেষণের মধ্যে বাঙালিকে রেখে দিয়ে তিনি বাংলা ছেড়ে চলে গেলেন কেন? তিনি হিন্দুরাজ্য উড়িষ্যায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন। তাঁর মাত্র ৪৮ বছরের জীবনের দীর্ঘ ১৮ বছর তিনি উড়িষ্যায় কাটিয়েছেন। সেখানে রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁর শিষ্যত্ব নিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও উড়িষ্যার মানুষ তাঁর তৃণাদপি সুনীচেন আর রাধাভাব আর হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে চোখের জল ফেলা আর নামধর্ম গ্রহণ করেনি।

তারা জগন্নাথদেবের প্রতি অটুট ভক্তি বজায় রেখে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ না করে নিজেদের কর্তব্য ধর্ম পালন করে গেছে। তাই তাদের রাজ্য সারা ভারতের যবন শাসনের মধ্যেও সব থেকে বেশীদিন নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখতে পেরেছিল। আরও গুরুত্বপূর্ণ কথা– শ্রীচৈতন্যের বাংলায় আজ ২৩ কোটি মানুষের মধ্যে (পঃবঙ্গ + বাংলাদেশ) ১৬ কোটি অথাৎ ৭০ শতাংশ মুসলমান। আর উড়িষ্যায় ২ শতাংশ মুসলমান। রাধাভাব, ভক্তিবাদ আর নামধর্মের এই যদি পরিণাম হয়, তাহলে কি আর একবার ভেবে দেখা দরকার নয়? আজকে ইউরোপ আমেরিকার লোক মহাপ্রভুর নাম নিচ্ছে খুব আনন্দের কথা। কিন্তু তাঁরই জন্মস্থান নদীয়া জেলার মুসলমান ও তাঁর পর্বপুরুষের বাসস্থান শ্রীহট্টের (সিলেট) মুসলমানরা তাঁকে মহাপ্রভু বলে মনে করে, নাকি কাফের বলেই মনে করে।

সুতরাং আমার স্পষ্ট মত – ভক্তি একজন মানুষের জীবনে প্রধান মার্গ হতে পারে, কিন্তু একটা জাতির জীবনে হতে পারে না। সেখানে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি- তিনটিরই সমান গুরুত্ব। এই তিনটে মিলে একটা সমাজে পূর্ণতা আসতে পারে। যে কোন একটা বা দুটো মিলেও আসবে না। আমার স্পষ্ট মত –ভক্তিবাদ ও ভক্তি আন্দোলন যবন শাসনে হিন্দু ধর্মের অস্তিত্ব রক্ষায় সাহায্য করেছে। তাই সেটা ছিল আপদ্ধর্ম। কিন্তু সেটাকেই স্থায়ী ধর্ম করায় বড় ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। ভক্তি ঢেকে দিয়েছে শক্তিকে, সাহসকে আর কর্মোদ্যমকে।

আজকের প্রয়োজন ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা। নিষ্ঠা আর ভক্তির মধ্যে তফাৎ আছে। নিষ্ঠা মানুষকে আরও কর্মোদ্যমী করে তোলে, দায়িত্ব পালনে আরো সক্রিয় করে তোলে, আর ভক্তি মানুষকে ভাগ্যবাদী ও পর নির্ভরশীল করে তোলে। ফলে তার সক্রিয়তা ও কর্মোদ্যম নষ্ট হয়ে যায়।

এইবার আসা যাক বহু প্রচারিত অহিংসার কথা। অহিংসা পরমো ধর্ম – আমাদের শাস্ত্রে কয়েক স্থানে একথা লেখা আছে। জৈন সম্প্রদায় এই অহিংসা নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। কিন্তু আমাদের ধর্মের প্রধান লক্ষণ কি এই অহিংসা? না, তা নয়। আমাদের শাস্ত্রে অতি স্পষ্ট করে ধর্মের দশটি লক্ষণের কথা বলা আছে ঃ ধৈর্য্য, ক্ষমা, সংযম, অস্তেয় বা অচৌর্য্য, শুচিতা বা পরিচ্ছন্নতা (অন্তর ও বাহ্য), ইন্দ্রিয়দমন, ধী অর্থাৎ জ্ঞান বা প্রজ্ঞা, বিদ্যা, সত্য এবং অক্রোধ বা ক্রোধহীনতা।

''ধৃতি ক্ষমা দমস্তেয় শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ
ধীর্বিদ্যা সত্যম্ অক্রোধ দশকং ধর্মলক্ষণম্।''

এর মধ্যে অহিংসা কোথায় আছে? সংযম ও ক্ষমার কথা অবশ্যই আছে। কিন্তু অহিংসা নেই! বিশ্বামিত্র মুনি কিশোর রাম লক্ষ্মণকে তপোবনে নিয়ে গেলেন তাড়কা রাক্ষসী মারতে। এটা অহিংসা? শিশু কৃষ্ণ পূতনা বধ করলেন অহিংসা দিয়ে? অঘাসুর, বঘাসুর, কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল বধ, জরাসন্ধ বধের পদ্ধতি, নৃসিংহ অবতার দ্বারা হিরণকশিপু বধ– এগুলো সব অহিংসার পরিচয়? বৃত্তাসুর বধ, মহিষাসুর বধ, মহাদেবের আদেশে বীরভদ্র দ্বারা রাজা দক্ষ বধ, দক্ষযজ্ঞ লন্ডভন্ড করে দেওয়া– এগুলো অহিংসা ? আমাদের ধর্মে ও শাস্ত্রে এরকম ঘটনা হাজার হাজার হাজার হাজার।

সমস্ত দেবদেবীর হাতে অস্ত্র। এসব কি আমাদের ধর্ম নয়? তাহলে অহিংসা নিয়ে এত বাড়াবাড়ি কেন? এই অহিংসা অহিংসা করতে করতেই কি আমাদের হিন্দু জাতিটা কাপুরুষে পরিণত হয়নি? **(ক্রমশঃ)**

বাসন্তীর হিন্দুর কান্না কেউ শুনবে কী?

গত ৩/২/২০১০ তারিখে বাসন্তী থানার অন্তর্গত ৭নং কুমড়াখালী গ্রামে মুসলিম দুষ্কৃতি কর্তৃক দুটি হিন্দু পরিবারের উপর ঘটে গেল নির্মম অকল্পনীয় অত্যাচার। সেই অত্যাচারের বর্ণনা করতে গেলে উঠে আসে বাসন্তী ব্লকের হিন্দুর উপর মুসলিম কর্তৃক ইসলামিক জেহাদের নগ্ন চিত্র। তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করছি। যদিও আমি কোন সাংবাদিক নই, একজন হিন্দু সংহতির কর্মী।

৭নং কুমড়াখালী গ্রামের ওঝাপাড়ার বাসিন্দা কার্তিক প্রধান ও ভোম্বল প্রধান, সম্পর্কে ভাই ভাই। এদেরই বাড়ির পাশে দীর্ঘদিন বসবাস করে অসছে সফি নাইয়া, যার থেকে ঘটনার সূত্রপাত। সফি নাইয়ার বংশধররাও তার বাড়ির অনতিদূরে বসবাস করে। বিবাদ বাস্তু বাড়ির সীমানা নিয়ে। সীমানা হল মাদার গাছের বেড়া। যে মাদার গাছের বেড়াটা বানিয়েছিল ঐ হিন্দু পরিবার দুটি। আর বেড়াটা ছিল হিন্দুদের বাস্তুর উপর থেকে। সেই বেড়ার পাশে পড়ে থাকা একটা মাদার গাছকে কেন্দ্র করে মুসলিমরা একটা বাংলাদেশের বা পাকিস্থানের চিত্র দেখালো।

গত ৩ ডিসেম্বর শুক্রবার বিকাল চারটা নাগাদ সফি নাইয়ার একটি ছেলে (রাজু নাইয়া) পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক বেড়ার ধারে পড়ে থাকা মাদারগাছটা নিয়ে যেতে আসে। তা দেখতে পেয়ে কার্তিক প্রধান ও ভোম্বল প্রধানের বড় ছেলে এবং কার্তিক প্রধানের ছেলে অশোক প্রধান প্রতিবাদ করায় মুসলমানরা লাঠি, রড, সোর্ড নিয়ে তেড়ে আসে। হিন্দুরা এই পরিস্থিতিতে পালাবার চেষ্টা করে। তাতে মুসলমানরা সাহস পেয়ে ঐ হিন্দুদের বাড়ি ঢুকে বেদম মার মারতে থাকে। সেই অমানবিক নিষ্ঠুর প্রহারের দৃশ্য খুবই সাংঘাতিক। অত্যাধিক লাঠি ও রডের আঘাতে কার্তিক, অশোক, তাদের বাড়ির বৌ ও কর্ণ প্রধানের অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে তারা নিজেদের মোটরভ্যানে করে ডাক্তার দেখানোর উদ্দেশ্যে রওনা হয়। তাতেও রেহাই হলনা, এবার শুরু হল পাকিস্থানি আইটেমের মার। মোটেরভ্যানে করে যখন ভোম্বল প্রধান ও কার্তিক প্রধানের পরিবারের সকলেই সরবেড়িয়া বাজারে ডাক্তার বাড়িতে যাচ্ছে, তখন রাস্তায় যমের মতো দাঁড়িয়ে ছিল মজাফ্ফর নাইয়া নামে এক সাম্প্রদায়িক সমাজবিরোধী, এখানকার নাম করা গুণ্ডা, যার নামে বহু কেস থাকা সত্ত্বেও পুলিশ গ্রেপ্তার করার সাহস পায়না। সেই মজাফ্ফর নাইয়া তার দলবল নিয়ে ঐ হিন্দুর মোটর ভ্যানটা রাস্তায় মাঝে দাঁড় করাতে বাধ্য করে। আর তার চ্যালারা ঐ অর্ধমৃত হিন্দুগুলোকে ভ্যান থেকে টেনে ইটের রাস্তায় ফেলে নির্দয়ভাবে কিল, ঘুসি, লাথি মারতে থাকে বাধাহীন ভাবে।

এখানে উল্লেখ থাকে যে– এই অবস্থা দেখে দু-একজন হিন্দু প্রতিবাদ করতে আসলে, মজাফ্ফর তাদের হুমকি দেয়, ''যে শালা মুখ খুলবি তাকে জ্যান্ত কবর দেবো।'' তাতে হিন্দুরা ভয় পেয়ে বলতে থাকে- ''যারা মার খাচ্ছে তাদের নিজেদের দোষে মার খাচ্ছে।''

এ যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়া। এইরকম বেদম প্রহারের পর সবকটা হিন্দুকে ভ্যানে তুলে দিয়ে বাড়ির দিকে যেতে বলে। মজাফ্ফর চিৎকার করে বলতে থাকে ''দেখো শালারা, এই খবর যদি কেউ জানতে পারে তবে তোমাদের জ্যান্ত পেট্রোলে পোড়ানো হবে, আর বাড়ির থেকে বাইরে বার হবিনা, তা যদি শুনি তবে আজ রাতের মধ্যে সব শালা-শালীকে কচুকাটা করবো''। এই অবস্থায় কর্ণ প্রধানের গালে একটা জোরে চড় মেরে মজাফ্ফর বলে, ''কথাটা মনে রাখিস, এর বিপরীত হলে, বাপের দিব্যি দিয়ে বলছি কাউকে বাঁচাবো না।''

এই অবস্থায় ঐ অত্যাচারিত হিন্দুরা প্রাণের ভয়ে ঘরে তালা দিয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে। ঘটনার তিন ঘন্টা পর এই খবর ছড়িয়ে পড়ে। তাতেও কোন হিন্দু এর প্রতিবাদ করতে এগিয়ে এলোনা। সেই রাতেই আমার কাছে খবর আসে, আমি ততক্ষণাৎ ঐ আক্রান্ত হিন্দুদের

শেষাংশ ৪ পাতায়

সংহতির দুটি বিশাল রক্তদান শিবির
আগামী ২৬ ডিসেম্বর ২০১০- উস্থি এবং ১৬ জানুয়ারী ২০১১ -বনগাঁ

৩ পাতার শেষাংশ

বাসন্তীর হিন্দুর কান্না.....

দেখতে একাই আসি, রাত তখন দশটা। মোবাইলেও দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেককেই জানাতে পারিনি। এই অবস্থাই আমি ঐ হিন্দুদের সাহস ও সান্ত্বনা দিতে থাকি। আমার ভাবতে অবাক লাগলো - ঐ ওঝা পাড়ার সমস্ত হিন্দুরা এই ঘটনা জেনে ও কেউ একটা পুরুষ মানুষ বের হল না।

আমি আক্রান্ত হিন্দুদের থেকে জানতে পারলাম যে এখানকার সিপিএম অঞ্চল প্রধান সব্‌দেল মোল্যা এই ঘটনা জেনে সেখানে আসার কথা বলেও তিনি আসেননি, যদিও আক্রান্ত হিন্দুরা সকলেই গোঁড়া সিপিএম। ঐ হিন্দুরা স্থানীয় জেলা পরিষদের সদস্যা গীতা মন্ডলকে এ ঘটনা জানাতে আসলে তিনি বলেন ''তোরা বাড়ি যা, সব কিছুই জানি''। তখন ঐ হিন্দুরা অসহায় অবস্থায় ভয়ে, আতঙ্কে, বাড়ির মধ্যে আবদ্ধ অবস্থায় থাকে। খুবই করুণ পরিস্থিতি। আমি বাড়ি চলে আসার পর শুনলাম, মুসলমানরা হুমকি দেয় যে—কাল সকালে আবার তাদেরকে মারা হবে।

পরদিন ৪ই ডিসেম্বর শনিবার সকাল ৬টা নাগাদ আবার কিছু মুসলিম দুষ্কৃতি ঐ অত্যাচারিত হিন্দুর বাড়ি চড়াও হয়। আবার সেই ঘর থেকে টেনে বার করে বিনা অজুহাতে বেধড়ক ঠেঙানি শুরু করে। পরে এই ঘটনা উপভোগ করতে মুসলমানরা দলে দলে ঐ হিন্দু বাড়ির ভিতর প্রবেশ করতে থাকে, যদিও সেখানে কিছু হিন্দু নামধারী কাপুরুষ মজুত ছিল।

আমি এই ঘটনা জানতে পেরে বাসন্তীর পালবাড়ি গ্রামে হিন্দু সংহতির রাজ্য কমিটির সদস্য গৌতমদার কাছে এই ঘটনা জানাতে তিনি আমাকে ঐ হিন্দুদেরকে থানায় নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তাব দেন। আমি আক্রান্তদের কাছে সমস্ত রকম আশ্বাস দিয়ে থানায় যাবার কথা বলি। তারা মুসলমানদের কাছে মার খেয়ে এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছে যে তারা আমার কথা বিশ্বাস করতে পারল না। তারা তাদের আতঙ্কগ্রস্ত কথা আমাকে বলতে থাকে যে— ''মুসলমানরা তাদেরকে হুমকি দিয়েছে, যে বাড়ির বাইরে বার হবে তাকে কুচিয়ে দেওয়া হবে, ঠাং হাত পা কেটে রাস্তায় ছড়িয়ে দেওয়া হবে''।

এই ঘটনা আমি আরও হিন্দু সংহতির কর্মী ভাইদের জানাই এবং ৫ নং গ্রামের হিন্দু সংহতির সক্রিয় কর্মী অরুণ মন্ডলকে এই ঘটনার বিবরণ জানাতে তিনি সক্রিয়ভাবে সহায়তা করতে এগিয়ে আসেন। আমি এবং আমাদের কমিটির সক্রিয় যুবক সদস্য মিলন ওঝা, পবিত্র বিশ্বাস, বক্রেশ্বর মন্ডল এবং আমাদের সিনিয়র অরুণদা আক্রান্ত হিন্দুদের আমরণ দায়িত্ব নিয়ে ঐ দিন রাতে থানায় যাবার ব্যবস্থা করি এবং তাদেরকে (আক্রান্ত হিন্দুদের) বাড়ি থেকে বার করে আনি। তাতে ঐ হিন্দুরা সাহস পেয়ে আমাদের সাথে আসে। এবং যখন আমরা বললাম যে ঐ মুসলমানদের উপর 'অ্যাটেম্পট টু মার্ডার' কেস করবো। এই কথা শুনে ঐ হিন্দুরা ভয় পেয়ে যায় এবং আমাদেরকে অনুনয় বিনয় করে বলে যে- আমরা কাল সকালে থানায় যাব। এতে আমাদের সংহতি কর্মীরা অসন্তুষ্ট হয়। ঐ আক্রান্ত হিন্দুরা বাড়ি ফিরে যায়, মীমাংসার মাধ্যমে ঝামেলা মেটাতে। যদিও ঐ হিন্দুরা বহুবার ঐ মুসলিম দুষ্কৃতি কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল।

আজ হিন্দুরা নিরীহ বলে, মুসলমানদের অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে মুসলমানদেরকে অসুর করে তুলেছে, আর সেই অসুরদের অত্যাচারে আজ বাসন্তী অগ্নিগর্ভ। হিন্দুরা নিরীহ বলে তাদের পায়ের নীচের মাটিটা ধীরে ধীরে মুসলিম দুষ্কৃতিদের হাতে চলে যাচ্ছে। হিন্দুর অস্ত্রধারী দেব-দেবী, মহাপুরুষের বাণী-''জননী জন্মভূমিশ্চঃ স্বর্গাদপি গরিয়সী'', স্বাভিমান— সব আজ আবছা হয়ে গেছে।

এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে আজ বহু হিন্দু ভিটে-মাটি ছেড়ে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত নিচ্ছে। অর্থাৎ পাকিস্থান রচনার সুর উঠছে।

ইতি

জনৈক সংহতি কর্মী

৫/১২/২০১০—রবিবার

দেগঙ্গার পর হাড়োয়া

উত্তর ২৪ পরগণা গোটা জেলাটাতেই হিন্দুদের শান্তিতে বাস করা কঠিন হয়ে পড়ছে। এই জেলায় হাড়োয়া থানায় শতকরা ৬০ ভাগ মুসলমান। হাড়োয়ার কালীপূজো বিখ্যাত। দূর দূর থেকে লোক আসে দেখতে। কালীপূজার আগে রাস্তায় চাঁদা তুলছিল হিন্দু যুবকরা। WB 51-4221 নং ম্যাটাডোরের ড্রাইভার চাঁদা দিতে অস্বীকার করে। ড্রাইভারটি ছিল মুসলমান। সামান্য বচসা হয়। ড্রাইভারটি হিন্দু ধর্ম ও দেবদেবী সম্বন্ধে কিছু কটূক্তি করে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়। হিন্দুরা প্রতিবাদ করে। দুঘন্টার মধ্যে বেলা সাড়ে তিনটে নাগাদ মাজামপুর ও হরিপুর গ্রাম থেকে প্রায় ২-৩ হাজার সশস্ত্র মুসলমান ছুটে এসে হিন্দু গ্রামে আক্রমণ করে। ২৫ জন হিন্দু আহত হয়। কালীপদ সরদার ও নির্মল মন্ডল গুরুতর আহত। হিন্দু মহিলারাও রেহাই পায়নি। যখন হিন্দুদের বাড়ী লুঠ হচ্ছিল, তখন বাধা দিতে গিয়ে আহত হয় শিখা কর্মকার ও জয়ন্তী কর্মকার। সালেপুর ধানপোতা বাজারে সুবলচন্দ্র কর্মকারের চালকলের উপরও হামলা হয়। কয়েকটি হিন্দু বাড়ীর তুলসী মন্দির ও টিউবয়েল ভাঙা হয়। পুলিশ ও র‍্যাফ নামে। তখন মুসলমানরা ৯১ নং রাজ্য সড়ক হাড়োয়া রোড অবরোধ করে। তাদের দাবীতে ১১ জন হিন্দুর নামে কেস দেয় পুলিশ। এদেরকে গ্রেপ্তারের দাবী জানাতে থাকে মুসলিমরা। শেষ পর্যন্ত পুলিশের মধ্যস্থতায় হিন্দুরা মুসলমানদের ২০ হাজার টাকা জরিমানা দিয়ে গ্রেপ্তারের হাত থেকে রেহাই পায়।

শাসক সিপিএম ও বিরোধী তৃণমূল মুসলিমদের পদলেহনে ব্যস্ত। তাই হাড়োয়ার হিন্দুরা দিন গুণছে আরও বড় রকমের হামলার আশংকায়।

বিসর্জনে টাকী হাসনাবাদ উত্তাল

বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ থানার অর্ন্তগত টাকী থুবা এলাকার হরিপুর নিবাসী কেলো বাঘের বাড়ীতে কার্ত্তিক পূজা হয় এবং সেই কার্ত্তিক ঠাকুর বিসর্জনে নিয়ে যাবার সময় এক মুসলিমের গাড়ীতে ধাক্কা লাগে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শাঁকচুড়া এলাকা থেকে প্রায় ৩০-৪০ জন মুসলিম এসে টাকী পৌরসভার (৮) নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা ঠাকুর দাসের ছোট ছেলে অনুপ ঋষিদাসকে তুলে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারধর করে। তারপর এলাকার কয়েকজন যুবক ও বাসিন্দা গিয়ে কোনমতে ছেলেটিকে ওদের হাত থেকে ছাড়ায়। ততক্ষণে হিন্দু সংহতির যুবকেরা ওখানে গিয়ে পৌঁছায় এবং তারা মাইক বেঁধে এলাকার প্রত্যেক হিন্দু মা, ভাই, বোনেদের ডেকে রাস্তা অবরোধ করে এবং তারপর টাকী পৌরসভার কিছু ক্লাব, স্থানীয় মানুষ ও সংহতির কর্মীরা মিলিয়ে প্রায় এক থেকে দেড় হাজার মানুষ জমায়েত হয়। তাদের দাবী থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত ওই মুসলিম দুষ্কৃতিদের গ্রেপ্তার করা না হচ্ছে তারা অবরোধ তুলবে না। তখন ঘটনাস্থলে হাসনাবাদ থানার ও.সি. এসে উপস্থিত হন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারায় তিনি বসিরহাট ও মিনাখা থানার ও.সি. দের পুলিশ বাহিনীসহ ডেকে আনেন। অবরোধকারীদের দাবী মেনে নিয়ে তিনি ২৪ ঘন্টার মধ্যে দুষ্কৃতকারীদের গ্রেপ্তার করার প্রতিশ্রুতি দেন। তারপর সংহতির যুবকেরা অবরোধ তোলে এবং তারা আরও বলে যদি ২৪ ঘন্টার ভিতর কাউকে না গ্রেপ্তার করলে আবার অবরোধ হবে।

হাজীদের জন্য আর কত?

আর.টি.আই- অ্যাক্টের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের বিদেশ দপ্তর থেকে পাওয়া প্রশ্নের উত্তরে এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা গিয়েছে। এই তথ্য অনুসারে গত পাঁচ বছরে ভারত সরকার মুসলিম হজযাত্রীদের জন্য ২৮৯১.৭৭ কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়েছে যা ভারতবাসীর পরিশ্রমের টাকা।

পাঞ্জাবের পাটিয়ালা শহরের ''সূচনা অধিকার মঞ্চ'' এর সম্পাদক ডি.সি. গুপ্তা এবং প্রচার সম্পাদক কুমার সারীন আর.টি.আই. অ্যাক্টে গত ৩১.০৭.১০ তারিখে ভারত সরকারের বিদেশ দপ্তরের কাছে এই হজ ভতুর্কি বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। তারই উত্তরে বিদেশ দপ্তরের সচিব শ্রী মনবীর সিং লিখিত ভাবে জানিয়েছেন যে ১৯৯১ সাল থেকে এই হজের জন্য ভতুর্কি দেওয়া হচ্ছে।

তিনি জানান, গত পাঁচ বছরে মোট ৬ লক্ষ ৪০ হাজার ৭৯২ মুসলমানের জন্য হজ যাত্রার ভর্তুকি হিসাবে ২৮৯১ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। ঐ উত্তরে এ কথাও জানানো হয়েছে যে ২০০৮-০৯ বর্ষে সারা দেশ থেকে ১,২১,৬৯৫ মুসলমান হজযাত্রায় গিয়েছিলেন। প্রতি হজ যাত্রী পিছু ৭০,২৩৮ টাকা ভর্তুকি দিয়ে মোট ৮৬৪.৭৭ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে।

বিদেশ দপ্তর ঐ একই উত্তরে এ কথাও জানিয়েছেন যে দেশের অন্য কোন ধর্মের অনুগামীকে তাদের ধার্মিক স্থানে যাওয়ার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কোন ভতুর্কি দেওয়া হয় না। (সূত্র ঃ দৈনিক জাগরণ ৬.১২.১০)

গত ১০.৪.২০১০ তারিখের Hindusthan Times পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ অনুসারে জানা যায়, গত ২০০৬ সালে হাজীদের জন্য আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার ভর্তুকি দিয়েছে ৩৬৭ কোটি টাকা, ২০০৭ সালে ৩৯০ কোটি টাকা এবং ২০০৮ সালে দিয়েছে ৮২৬ কোটি টাকা।

৩০-৩১ অক্টোবর ২০১০ কলকাতা গঙ্গা সেবা সমিতি ভবনে হিন্দু সংহতির বার্ষিক বৈঠকে আশীর্বাদ জানাতে এসেছেন বীরমাতা শ্রীমতী সুমিত্রাদেবী কোঠারী (অযোধ্যায় করসেবা করতে গিয়ে ১৯৯০ সালের ২ নভেম্বর মুলায়েম সিং এর পুলিশের গুলিতে আত্মবলিদানকারী কলকাতার যুবক দুই ভাই রাম ও শরৎ কোঠারীর মাতা)

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhati.org>, <www.hindusamhatitv.blogspot.com>, <southasiasambad.blogspot.com>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006, Published at : 303/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Pargans, Editor's Name & Address Chittaranjan Dey, Vill. Domjur, Near Hospital, P.O. & P.S. Domjur, Howrah, Pin - 700 405